বার্লিন স্টেশনের শীতল অভ্যর্থনা

কাজী জহিরুল ইসলাম

সুপ্রাচীনকালে মানুষ জলাশয়ের পাড়েই বসতি গড়ে তুলতো । খাদ্য ও সমৃদ্ধির সন্ধ্যানে নৌপথে পাড়ি জমাতো এক স্থান থেকে আরেক স্থানে । নতুন কোন ঘাটে গিয়ে গড়ে তুলতো নতুন বসতি, নতুন লোকালয়। পৃথিবীর সকল প্রাচীন সভ্যতাই গড়ে উঠেছে কোন না কোন নদী বা সমুদ্র বন্দরে । ষষ্ঠ শতকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্লোভাক জনগণ পূর্ব ইউরোপ থেকে সরে এসে নতুন বসতি গড়ে তোলে পশ্চিমের এলবে এবং ওডের নদীর তীরে । ৭২০ খ্রীষ্টাব্দে ওদের দুটি গোত্র আরো পশ্চিমে সরে এসে হেভেল নদীর তীরে নতুন বসতি গড়ে তোলে । এই সম্প্রদায়টিই হেভেলার হিশেবে পরিচিতি পায় । স্প্রে নদীর তীরে যারা বসতি গড়ে তোলে ওদের নামকরণ হয় স্প্রেওয়ানেন । স্প্রে এবং হেভেল নদীর পাড়ে গড়ে ওঠা লোকালয়টিই আজকের বার্লিন শহর । যে শহরের গোড়াপত্তন করে পূর্ব ইওরোপের স্লোভাক সম্প্রদায়, যারা পরবর্তিতে হেভেল এবং স্প্রে নদীর নামানুসারে নামধারণ করে যথাক্রমে হেভেলার এবং স্প্রেওয়ানেন ।

বার্লিনের কেন্দ্রীয় রেলস্টেশন

হেভেলার ও স্প্রেওয়ানেনদের বিকশিত সভ্যতায় পা রেখে আমরা শিহরিত । হেভেল নদী কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে । বার্লিন শহরের মধ্য দিয়ে যে নদী প্রশান্ত ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে তার নাম স্প্রে । স্প্রে নদীর পাড়ে অনেক আগেই ভোরের আলো ফুটেছে । আমরা ইউরো রেল থেকে যে স্টেশনে নামলাম, যতদূর মনে পড়ছে ওখানে লেখা ছিল, জুয়োলোজি । একদল শাদা চামড়ার মানুষ নিঃশব্দে

ট্রেন থেকে আমাদের সাথেই নামলো । ঠিক যেন তার সমান সংখ্যক আরেকদল মানুষ এগিয়ে এসে আগন্তুকদের সাথে কোলাকুলি করে, পরস্পরের গালে চুমু খেয়ে অতি নিঃশব্দে সৌহার্দ্য বিনিময় করলো । এরপর জোড়ায় জোড়ায় স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেলে আমরা অভাগা চার বাঙালী আশে-পাশে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই । জুয়োলজি স্টেশন শূন্য । নিজেদেরকে খুব অসহায় লাগছে । আনোয়ারুজ্জামানের মন-মেজাজ খুবই খারাপ । তিনি খুব অস্থির প্রকৃতির মানুষ । এমনিতেই টাকা হারিয়েছেন, তার ওপর আমাদের যিনি রিসিভ করার কথা তার কোন পাত্তা নেই দেখে জামান ভাইয়ের মেজাজ টং হয়ে আছে। 'অহন কি করবেন ? আর কতোক্ষণ খাড়াইয়া থাকবেন ? লন একটা ট্যাক্সি লৈয়া কোন হোটেলে গিয়া উঠি ।' এই লোকের কথা শুনে আমরা হাসবো, না কাঁদবো ? তার পকেটে একটি ফুটো পয়সাও নেই অথচ বলছে, ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে যাবে ।

ব্রান্ডেনবার্গ গেইট, যা বার্লিন গেইট নামে পরিচিত

আমাদের ভিটিনার সহকর্মী এবং প্রতিবেশী জাহিদ হায়দারের কাছে যতদূর শুনেছি তিনি খুব দায়িত্বশীল মানুষ । কথা যখন দিয়েছেন, অবশ্যই আসবেন । হয়ত ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়ে গেছে । এই সাত-সকালে কাউকে রিসিভ করতে স্টেশনে আসা খানিকটা বিরক্তিকরতো বটেই । জামান ভাই এসব যুক্তি মানবেন না, 'কবিগো কোন কথার ঠিক আছে নি ? কবির ভাই যখন হে-ও নিশ্চয়ই কবি । দেহেন কুনহানে মদ-মুদ খাইয়া পৈড়া রৈছে ।'

আমরা স্টেশনের ভেতর পায়চারী করতে শুরু করলাম । আবার সেই পূর্বের অবস্থা । পার্থক্য হলো, ভিয়েনার ওয়েস্ট বনহফ স্টেশনে প্রচুর লোক ছিল আর বার্লিনের জুয়োলজি স্টেশন সম্পুর্ণ ফাকা । কোন সৌন্দর্যই মানুষের উপস্থিতি ছাড়া পূর্ণ হয় না । পশ্চিম ইওরোপের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অর্থনীতির দেশ জার্মানী । বার্লিন সেই জার্মানীর রাজধানী । বার্লিন শহরের এই নির্জন রেলস্টেশনটি যতোই আধুনিক আর মনোরম হোক না কেন, এর সকল সৌন্দর্যই ক্রমশ আমাদের কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠছে । কফি ভেন্ডিং মেশিনে কিছুক্ষণ খোচাখুচি করে কিছুই বের করতে পারলাম না । ইন্দো-ইওরোপীয় অরিজিন থেকে তৈরী ডয়েচ ভাষায় নির্দেশিকা লেখা রয়েছে । সেই ভাষা আমরা পড়তে পারছি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না । ইওরোপের সব ভাষাই রোমান হরফে লেখা হয় বলে পড়া যায় ঠিকই কিন্তু ভাষা না শিখলেতো আর মাথা-মুন্ডু কিছুই বোঝা যায় না । কফি ভেন্ডিং মেশিনের পাশেই একটি সুদৃশ্য কনডম ভেন্ডিং মেশিন । এর উল্টোদিকে বিশাল এক কেবিনেট । কেবিনেটে অসংখ্য লকার । প্রতিটা লকারের ওপরই নম্বর দেওয়া আছে । বোখারী নানান দেশে ঘুরে বেড়ানো মানুষ । তিনি সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন, কেউ ইচ্ছে করলে এই লকার ভাড়া নিয়ে ব্যাগ রাখতে পারে । অনেকেই সারাদিনের জন্য ব্যাগটা লকারে রেখে শহরে বেড়াতে চলে যায় । সন্ধ্যায় এসে ট্রেন ধরে অন্য কোন গন্তব্যে চলে যায় । হোটেল ভাড়াটা বেঁচে যায় । এবার জামান ভাইয়ের কন্ঠ বেশ নিচু, 'জহির, আপনের বিখ্যাত মানুষ আইবো না । খামাখা সময় নষ্ট কৈরা লাভ নাই । বোখারীরে কন লকার ভাড়া লওনের ব্যবস্থা করতে । ব্যাগ রাইখা চলেন যাই । বার্লিন প্রাচীরের ভাঙা ইটগুলি দেইখা আসি । পারলে দুই একটা টুকরা পকেটে কৈরা নিয়া আসি । বাসায় নিয়া ড্রয়িংরুমে সাজাইয়া রাখুম । ফিরা আইসা রাতের ট্রেন ধৈরা চলেন প্যারিসে যাই গা ।'

গ্রীস্মের সকাল । আঁড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠছে বার্লিন শহর । আমরা আবার খোলা প্লাটফরমে ফিরে আসি । সামনে ঝকঝকে পরিস্কার আকাশ । পলুশনমুক্ত বাতাস । আমরা ফুসফুস ভরে নিঃশ্বাস টানি । আর তখনি টের পাই পেটের ভেতরে ইঁদুর দৌড়াচ্ছে । ইঁদুর মারার ব্যবস্থা কি ? এতো বড় স্টেশন, একটা রেস্টুরেন্ট থাকবে না ? বার্লিন শহরের এই শীতল অভ্যর্থনায় আমরা সত্যিই বিরক্ত । প্লাটফরমের উল্টোদিকে তখন সূর্যোদয়ের মতো উদিত হলেন এক ছোটখাট গড়নের মানুষ । গায়ের রঙ আমাদের মতোই, সজারুর কাটার মতো পরিপাটি চুল কানের ওপরে নামানো, ঠোঁটের ওপর কালো গোঁফ । পরণে পেস্ট কালারের একটি সামার জ্যাকেট । জ্যাকেটের পকেট থেকে ডানহাত বের করে আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'আমি দাউদ হায়দার । দুঃখিত দেরী হয়ে গেল ।'

লেখক: কবি, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক পেশাজীবী